‘স্বপ্নযাত্রা’ অভিভাবক নীতিমালা

ভূমিকাঃ

‘স্বপ্নযাত্রা’ আম্বালা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা, নির্বাহী পরিচালক ও রেডিও বিক্রমপুর ৯৯.২ এফ এম এর চেয়ারম্যান জনাব আরিফ সিকদার এর একটি স্বপ্ন-উদ্যোগ যা পিছিয়ে পড়া ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সন্তানদের সুষ্ঠু ও প্রকৃত শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে ঐ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন করতে সচেষ্ট হবে। একটি সুশিক্ষায় শিক্ষিত সন্তান তার পরিবারের জন্য একটি মূল্যবান সম্পদ। কারো অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরাসরি তাকে আর্থিক সহযোগীতা দিলে সেটি টেকসই হওয়ার সম্ভাবনা কম কিন্তু ঐ পরিবারের কোন সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারলে তা শুধু ঐ পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নেই শুধু ভূমিকা রাখবে না, তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করবে ও দেশের জন্যও তা হবে এক একটি সম্পদ।

‘স্বপ্নযাত্রা’ উদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী ‘অভিভাবক’। আমরা জানি শুধু জন্মদাতা পিতা-মাতাই নয়, অন্য মানুষও কোন সন্তানের অভিভাবক হতে পারে। যেহেতু স্বপ্নযাত্রা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একজন ছাত্র/ছাত্রীর সম্ভাব্য সকল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দায়িত্ব নিবে সেহেতু সমাজের কোন স্বেচ্ছাসেবী ব্যক্তিকে অভিভাবক হিসাবে ঐ ছাত্র-ছাত্রীর সার্বিক তত্ত্বাবধান করা জরুরী। স্বপ্নযাত্রার এই মিছিলে ‘অভিভাবক’ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সহযাত্রী যার সহযোগীতা ছাড়া এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

কে হবেন অভিভাবক ?

সমাজের যে কেউ স্বপ্নযাত্রার কোন স্বপ্নযাত্রী ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক হতে পারেন। তবে কারো অভিভাবকত্ব করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হওয়ায় এবং এটি স্বেচ্ছাসেবী হওয়াতে অভিভাবকের কিছু গুণাবলী থাকা জরুরী, যেমনঃ

- তাকে স্বেচ্ছায় এই উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে। এই উদ্যোগ থেকে কোন আর্থিক সুবিধা পাওয়া যাবে না – এই মন মানসিকতা ধারন করতে হবে
- সমাজের মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্যতা থাকতে হবে যেন তার কোন মতামত বা নির্দেশনা অন্যরা সম্মানের সঙ্গে গ্রহন করে
- যথেষ্ট সময় দেয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত থাকবেন। যেহেতু স্বপ্নযাত্রা একজন ছাত্র-ছাত্রীর দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষার দায়িত্ব নিবে সেহেতু অভিভাবক কে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে থাকার মানসিকতা ও প্রস্তুতি থাকতে হবে
- শিক্ষা পেশার সঙ্গে জড়িত কোন ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, সরকারী/বে-সরকারী কোন চাকুরীজীবী, সমাজ সেবক ব্যক্তিগন অগ্রাধিকার পাবেন
- অভিভাবক অবশ্যই ছাত্র-ছাত্রীর প্রতিবেশী হবেন বা এমন কোন নিকট দূরবর্তী হবেন যেন তিনি ও ছাত্র-ছাত্রী পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাত ও যোগাযোগের সুযোগ পান
- শারিরীকভাবে সক্ষম ও মানসিকভাবে দৃঢ়চেতা ব্যক্তি অভিভাবক হবেন
- মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও মানবাধিকার কে সম্মান করার মতো মানসিকতা থাকবে অভিভাবকের

কে অভিভাবক হতে পারবেন না ?

উদ্যোগের সার্বিক স্বার্থে ও কল্যানে কিছু ব্যক্তিকে অভিভাবক করার সুযোগ থাকবে না, যেমনঃ

- ছাত্র-ছাত্রীর জন্মদাতা বাবা-মা, রক্ত সম্পর্কীয় ও অন্য নিকট আত্মীয় স্বজন যেমন ভাই-বোন, চাচা-চাচী, ফুফু-ফুফা, দাদা-দাদী, মামা-মামী, খালু-খালা, নানা-নানী এবং আইন সংগত অন্য অভিভাবক যেমন পালিত পুত্র-কন্যার ঐ সম্পর্কিত আত্মীয় স্বজন ও অভিভাবকগন স্বপ্নযাত্রার অভিভাবক হতে পারবেন না
- আম্বালা ফাউন্ডেশন বা স্বপ্নযাত্রা উদ্যোগ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারনা পোষনকারী কোন ব্যক্তি অভিভাবক হবেন না
- সমাজে অগ্রহনযোগ্য কোন ব্যক্তি বা সমাজে যার ভূমিকা রাখার সুযোগ হবে না তিনিও অভিভাবক হতে পারবেন না
- কোন চিহ্নিত সন্ত্রাসী, মাদকসেবী, দাগী আসামী, চোরাচালানী, অনৈতিক কাজের জন্য চিহ্নিত কোন ব্যক্তি অভিভাবক হবেন না
- আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির আশা করলে তিনি অভিভাবক হতে পারবেন না
- শারিরীকভাবে রুগ্ন ও মৃতপ্রায় কোন ব্যক্তিকে অভিভাবক হওয়ার জন্য নিরুৎসাহিত করা হবে
- মানুষকে সম্মান করেন না বা মানুষের অধিকার হরণ করেন এমন কেউ অভিভাবক হতে পারবেন না
- নৈতিক স্থলনজনিত কোন কারনে সাজাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি অভিভাবকের দায়িত্ব নিতে পারবেন না

একজন অভিভাবকের কাজ কি ?

‘স্বপ্নযাত্রা’ উদ্যোগের একজন প্রধান সহযোগী একজন ‘অভিভাবক’। অভিভাবকের দায়িত্ব নেয়া ব্যক্তির সহযোগীতা ও স্ব-প্রনোদিত উৎসাহ ছাড়া স্বপ্নযাত্রা উদ্যোগ বাস্তবায়ন অসম্ভব। এটা একটি সম্মানিত পদবী। অভিভাবক হিসাবে স্বপ্নযাত্রার পক্ষে তিনি সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীর সার্বিক কল্যান নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্বপ্নযাত্রা থেকে দেয়া আর্থিক, কারিগরি ও অন্য সুযোগের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করবেন। তিনি আরো যা করবেনঃ

- অভিভাবক ছাত্র-ছাত্রীর সার্বিক কল্যানের জন্য ছাত্র-ছাত্রীর জন্য সঠিক ও সময়োপযোগী নির্দেশনা দিবেন
- ছাত্র-ছাত্রী ও তার বাবা-মা কে স্বপ্নযাত্রা উদ্যোগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে সচেতন করবেন ও উৎসাহিত করবেন যেনো সংশ্লষ্ট ছাত্র-ছাত্রী প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে নিজে শিক্ষিত হয়ে তার পরিবার ও সমাজের উন্নয়ন করতে পারে
- অভিভাবক সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীর উন্নতি, অবনতি, আর্থিক খরচাদি, পোশাক-পরিচ্ছদ, বই-পত্র সহ সার্বিক বিষয়ে তদারকি করবেন
- ছাত্র-ছাত্রী ও তার বাবা-মা কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন। শিক্ষকদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রেখে চলবেন তিনি এবং তাদেরকেও প্রয়োজন মনে করলে পরামর্শ দিবেন
- স্বপ্নযাত্রার প্রতিনিধি হয়ে স্বপ্নযাত্রা থেকে ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক প্রাপ্ত আর্থিক ও কারিগরি অন্যান্য সুবিধার স্বদব্যবহার নিশ্চিত করবেন

- স্বপ্নযাত্রা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলবেন ও ছাত্র-ছাত্রীর উন্নতি, অবনতি, চাহিদা সম্পর্কে লিখিত ও মৌখিক প্রতিবেদন দিবেন
- বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীর জন্য সম্ভাব্য সকল সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য সচেষ্ট হবেন অভিভাবক
- অভিভাবক স্বপ্নযাত্রা ও আম্বালা ফাউন্ডেশনের কর্তৃপক্ষ কে সময়ে সময়ে পরবর্তী সম্ভাব্য ছাত্র ছাত্রীর তথ্য প্রদান করবেন যেনো স্বপ্নযাত্রার ধারাবাহিকতা অটুট থাকে
- ছাত্র-ছাত্রীর শারিরীক, মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আভিভাবক খেয়াল রাখবেন যেনো উক্ত ছাত্র ছাত্রীর মাধ্যমে স্বপ্নযাত্রার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল হয়

অভিভাবক কি পাবেন ?

'স্বপ্নযাত্রা' অভিভাবক কে কোন আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে পারবে না। তবে একজন সম্মানিত মানুষ হিসাবে আম্বালা ফাউন্ডেশন তার যথাযথ মর্যাদা প্রদানে সচেষ্ট হবে।

- সফল ও নির্বাচিত অভিভাবক কে গর্বের সঙ্গে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হবে
- রেডিও বিক্রমপুর ৯৯.২ ও আম্বালা নিউজে সফল ও শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত অভিভাবক বৃন্দের সাক্ষাতকার ও জীবনী প্রচার ও প্রকাশ করা হবে
- সোস্যাল মিডিয়ায় অভিভাবকের পরিচয় তুলে ধরার প্রচেষ্টা থাকবে যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই মহৎপ্রাণ মানুষগুলিকে জানতে পারবেন
- বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অভিভাবক কে সম্মানিত করার প্রয়াস থাকবে

অভিভাবক কি পাবেন না এবং পারবেন না ?

একজন অভিভাবক সমাজের সম্মানিত স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কোন আর্থিক বা স্থাবর, অস্থাবর সম্পদের দাবী করতে পারবেন না।

- অভিভাবক কোন আর্থিক সুবিধা পাবেন না
- তিনি কোন অস্থাবর, স্থাবর সম্পদের দাবী করতে পারবেন না
- সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীকে তিনি নিজের স্বার্থ সংশ্লষ্ট কোন কায়িক পরিশ্রমে নিয়োজিত করবেন না
- ছাত্র-ছাত্রী বা তার পরিবারের সঙ্গে কোন সন্দেহজনক বা অনৈতিক আর্থিক লেনদেন করবেন না
- ছাত্র-ছাত্রীকে কোন সুনির্দিষ্ট কাজ করতে বা তার নির্দেশনা পালন করতে বাধ্য করবেন না। প্রয়োজনে তিনি পরামর্শ দিবেন

উপসংহারঃ

'স্বপ্নযাত্রা' একটা নৌকা যেখানে আমরা সবাই সহযাত্রী। আমাদের সবার লক্ষ একটাই স্বপ্নপুরে পৌঁছানো। সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র পরিবারের শিশু কিশোরেরা আমাদের স্বপ্ন। আরিফ সিকদার নৌকার নাবিক, অভিভাবক, শিক্ষক ও অন্য সংশ্লিষ্টরা মাঝি। এটা আমাদের সবার এক স্বপ্নযাত্রা যেনো সুষ্ঠভাবে আমাদের কাংখিত স্বপ্নপুরে আমরা পৌঁছাতে পারি। এই স্বপ্নপুর হলো এক সুখী সমৃদ্ধ দেশ। আমরা শুধু দেশে নয়, এই স্বপ্নযাত্রা নিয়ে যেতে চাই দেশ থেকে বিশ্বে, বহুদূর। সঙ্গে থাকবেন তো আপনি ?